CDM Watch
Scrutinizing Carbon Offsets

চোখ রাখুন!
CDM-এ এনজিও কণ্ঠস্বর

২য় সংস্করণ:
আগস্ট ২০১২

স্বাগতম

চোখ রাখুন! সিডিএম-এ এনজিও কণ্ঠস্বর!' শীর্ষক নিউজলেটারের গ্রীষ্মকালীন সংস্করণে আপনাদের স্বাগত জানাই।

এ বছরের শেষ নাগাদ ইউরোপীয় বাজারে যোগ্য বিবেচিত হবার মাপকাঠিতে পরিবর্তন আসার আগেই উঠতি অর্থনীতির সর্বশেষ প্রকল্পগুলোর নিবন্ধনের তোড়জোর ইতিমধ্যেই উত্তাপ ছড়াতে শুর করেছে। তবে নোংরা কয়লা এই দৌড়ে অংশ নিতে পারছে না যেহেতু এর কর্মবিধি (methodology) এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আর এর মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্গমণ বাণিজ্য ব্যবস্থার (EU ETS) বাইরে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সকল কয়লাজাত শক্তি প্রকল্পের কার্বন ঋণের (carbon credits) প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। সময়োপযোগী ঘটনা বটে! খবরটা বিস্ময়কর হলেও জলবায়ু ও জনমানুষের জন্য প্রকৃত সুবিধাসমূহ (net benefits) আয়োজনের জন্য একটা আর্থিক ব্যবস্থাপনা দাঁড়া করানোর অনেক কাজই এখনও বাকী রয়ে গেছে। আশা করা হচ্ছে, এ বছর রিও+২০ তে ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিকাশ লাভ করলে এই অচলাবস্থা নিরসন হবে এবং তা স্থানীয় জনগণ ও জলবায়ুর জন্য প্রকৃত উপকারী প্রকল্পগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ভূমিকা রাখবে। আলোচ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে যেসব নিয়ে সিডিএম উদ্বিগ্ন, তার মধ্যে অনেক ইস্যু নিয়েই গৃহীত সংস্কার উদ্যোগের আওতায় আলোচনা উত্থাপন করতে হবে, আর এক্ষেত্রে প্রত্যাশাও অনেক বেশি।

চোখ রাখুন' এর বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণটিতে আমরা মনোযোগ দিয়েছি সিডিএম নির্বাহী পরিষদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তসমূহের উপর। সিডিএম নীতি আলোচনা (Policy dialogue) কেমন কাজ করছে এবং সুশীল সমাজকে যথাযথভাবে সেসব আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কি না– সেদিকেও আমরা দৃষ্টি দিয়েছি ও খতিয়ে দেখছি। আমরা রিও+২০ কনফারেন্সের দিকেও চোখ রেখেছিলাম যাতে মূল কনফারেন্সের পাশাপাশি সিডিএম'র সমস্যাগুলোর লক্ষ্যও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে তুলে ধরা যায়। সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্কের প্রথম জন্মদিন পালন করার জন্য আমরা আমাদের সদস্যদের থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু বিষয়ে আর্টিকেল প্রকাশ করেছি। ভারত ও মেক্সিকোতে স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এগুলো বহুলাংশে অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ ছিল, এমনকি কোথাও কোথাও জালিয়াতিও দেখা গেছে। আমরা দৃষ্টি রেখেছি চিলিতে সিডিএম'র কর্মতৎপরতা, মেক্সিকোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দ্বান্দ্বিক ইস্যুর নিষ্পত্তির দিকে এবং কিভাবে ইউরোপ তার বর্জ্যজাত কার্বন ঋণের (carbon credits) ব্যাপারে সজাগ হচ্ছে সেসবের দিকে।

দৃষ্টি রাখুন! ত্রৈমাসিকটি বের হচ্ছে ইংরেজি, স্প্যানিশ, হিন্দি এবং বাংলায়। এখানে থাকবে বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের হালনাগাদ খবর আর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঠানো মতামত। পরের সংখ্যা চোখ রাখুন-এ যদি আপনি কিছু লিখতে চান কিংবা আপনার যদি কোনও মন্তব্য থাকে তাহলে চিঠি লিখুন antonia@cdm-watch.org এই ঠিকানায়।

পৃষ্ঠা ১ ৬৮তম সিডিএম নির্বাহী পরিষদের বৈঠকের চুম্বক অংশসমূহ

পৃষ্ঠা ৩ সিডিএম নীতি আলোচনা- লবি শোডাউন নাকি সত্যিকার পর্যালোচনা?

পৃষ্ঠা ৫ সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্কের শুভ ১ম জন্মদিন!

পৃষ্ঠা ৭ রিও+২০ তে টেকসই উন্নয়ন: যতটা কাছের ততই দূরের

পৃষ্ঠা ৮ চিলিতে সিডিএম নিয়ে এনজিও গোলটেবিল বৈঠক

পৃষ্ঠা ১০ স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভা- কেবলই আনুষ্ঠানিকতা!

পৃষ্ঠা ১২ মেক্সিকোতে বাস্ড়বতা যাচাই: কাদের অংশগ্রহণে সিডিএম?

পৃষ্ঠা ১৪ মেক্সিকোতে সিডিএম'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

পৃষ্ঠা ১৬ বর্জ্যজাত কার্বন ঋণের বাস্ড়বতা নিয়ে জেগে উঠছে ইউরোপ

চোখ রাখুন!
নোটিসবোর্ড:
নেটওয়ার্কে যোগ দিন!
আপনার মত ব্যক্ত করুন!
কিয়োটো বিষয়ক উত্তপ্ত আলোচনার বেলুন ফাটান!

৬৮তম সিডিএম নির্বাহী পরিষদের বৈঠকের সংক্ষিপ্তসার

এভা ফিলজ্‌মোজের,
পরিচালক, সিডিএম
ওয়াচ

ছবি ১

১৬-২০ জুলাই জার্মানির বনে অনুষ্ঠিত সিডিএম নির্বাহী পরিষদের ৬৮তম সভায় সিডিএমের কয়লা শক্তি প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে একটি জয় সূচিত হয়। এ সভায় টেকসই উন্নয়ন রিপোর্টিং টুল নিয়েও আলোচনা অগ্রসর হয় এবং সেপ্টেম্বরে পরবর্তী পরিষদ সভায় এ বিষয়ে আরো আলোচনা ও অনুমোদন হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। এই আর্টিকেলে টেকসই উন্নয়ন রিপোর্টিং টুল নিয়ে বিশেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে এবং বৈঠকের মূল সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে।

৬৮তম বোর্ড মিটিংটি সিডিএম ওয়াচ এবং সিডিএম'র কয়লা বিরোধী ক্যাম্পেইনের জন্য ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। পরিষদের সভায় কয়লা সম্পর্কিত কর্মবিধি পর্যালোচনাকে আবারও প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে EU ETS (ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্যাস নির্গমণ বাণিজ্য ব্যবস্থা)-এ সিডিএম'র নতুন নতুন কয়লা শক্তি প্রকল্পের কার্বন ঋণের (carbon credits) পথ বন্ধ হয়ে যায়। সময়োপযোগী পদক্ষেপ বটে! আরো তথ্যের জন্য ডান পাশের বক্স দেখুন।

সিডিএম নির্বাহী পরিষদ আরও আলোচনা করে টেকসই উন্নয়ন রিপোর্টিং টুলের অগ্রগতি নিয়ে যা সিডিএম প্রকল্পসমূহের স্থায়িত্বশীল পারস্পারিক সুবিধাগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরবে। পূর্ববর্তী বৈঠকে পরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই টুল হবে স্বেচ্ছাসেবাভিত্তিক, এর উপর কোনও পর্যবেক্ষণ বা যাচাইয়ের শর্ত থাকবে না– দুঃখজনক হলেও সেই সুবর্ণ সুযোগটি নষ্ট হয়েছে।

আর এখন পর্যন্ত যা তৈরি হয়েছে তা হচ্ছে মুটামুটিভাবে গোটা বিশেক টিক চিহ্নে উত্তর দেবার প্রশ্নপত্র। প্রশ্নগুলো বিভিন্ন সেকশনে বিভক্ত, যেমন, পারস্পারিক লাভ, কোনও ক্ষতি না হবার নিরাপত্তা (no harm safeguards) এবং স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা। টুলগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১) নির্বাহী পরিষদের সক্ষমতার উন্নয়ন যাতে তারা টেকসই উন্নয়নে সিডিএম'র সহায়তা প্রদর্শন করতে পারে, ২) সিডিএম'র স্থায়িত্বশীল পারস্পারিক লাভকে পারদর্শিতার সাথে তুলে ধরা ও প্রকাশ করা এবং ৩) জাতীয় সরকারকে টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃপক্ষ বলে গ্রহণ করা।

পরিষদ উন্মুক্ত মতামত জানানোর জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি একটি আহ্বান জারি করে এবং ১০ আগস্ট ২০১২ তারিখে সিআইইএল ও আর্থজাস্টিস এর সহায়তায় সিডিএম ওয়াচ সেই মতামতকে একত্রিত করে একটি মতামতনামা (Submission) আকারে প্রস্তুত করে। এই মতামতনামায় শুধু উপরের বিষয়গুলোকেই শুধু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ, টুলটি বিশেষ করে প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রকল্প অংশগ্রহণকারীরা কোনও ক্ষতি না হবার নিরাপত্তা (no harm safeguards) বিষয়টিতে উৎরে যায় কি না কিংবা পরামর্শ প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে কি না– এসব মূল্যায়ন করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য পাবার ব্যবস্থা ছিল না।

স্বেচ্ছাসেবামূলক রিপোর্টিং টুলটিতে পর্যবেক্ষণ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার ঘাটতি থাকলেও এটি অত্যন্ত উলেখযোগ্য ব্যাপার যে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি রাজনৈতিক এজেন্ডাতে স্থান করে নিয়েছে। এই সাম্প্রতিক অগ্রগতির পাশাপাশি রিও+২০ তে গৃহীত সিদ্ধান্ত যে আন্তর্জাতিক টেকসই

ইইউতে কয়লাজাত শক্তি প্রকল্পের নোংরা কার্বন ঋণের দিন শেষ- একটি সাফল্য অর্জিত, আরো অর্জনের পথে

২০১১ সালের নভেম্বরে ডারবানে অনুষ্ঠিত COP 17 এর ঠিক আগে, নির্বাহী পরিষদ শক্তি প্রকল্পের ঋণের বিধান বাতিল করে (methodology ACM0013)। পরিষদ তাদের সর্বশেষ বৈঠকেও এই কার্যবিধির আরেকটা পর্যালোচনা করার অনুরোধ জানিয়েছিল। চীন ও ভারতের নতুন কয়লা প্যান্টগুলো জলবায়ু অর্থায়নের কোটি কোটি টাকা পাবার জন্য সিডিএমকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে আসছিল। এখন সেগুলো বন্ধ হয়েছে। পরিষদের সিদ্ধান্ত এইসব প্রকল্পের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক পরবর্তী বছরের প্রারম্ভে শুরুত্ব হতে যাওয়া EU-ETS এর বাণিজ্য পদ্ধতি থেকে চীন ও ভারতের ক্রেডিট বাতিল করার আগে এই কার্যবিধি পর্যালোচনা করার মতো যথেষ্ট সময় আর হাতে নেই। বর্তমানে EU-ETS -ই এখন সবচেয়ে বড় বাজার, যার মানে হচ্ছে– কয়লা খাতে যে কোটি কোটি টাকা যাবার কথা ছিল, তা এখন আর যাচ্ছে না। আমরা বিশাল ধন্যবাদ জানাই সিয়েরা ক্লাবকে তাদের ক্যাম্পেইনের জন্য এবং স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউটকে তাদের প্রযুক্তিগত বিশেষণের জন্য। এই ক্যাম্পেইনে যুক্ত অন্য সকল কয়লা যোদ্ধাকেও জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে তা সিডিএমসহ অন্যান্য জলবায়ু প্রশমন কর্মপদ্ধতিতে টেকসই উন্নয়নের অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ নিয়ে আলোচনা করার জন্য বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন ইস্যুটি সিডিএম প্রকল্পগুলোর অনুমোদন পত্র (letters of approvals) প্রত্যাহার করে নেবার আলোচনার মধ্যেও তুলে ধরা হয়। প্রতিটি সম্ভাব্য সিডিএম প্রকল্পকে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার আগে সংশিষ্ট দেশের সরকারের নিকট থেকে এরকম একটি অনুমোদন পত্র নিতে হয়। জাতীয় আইনের বড় ধরনের লঙ্ঘনের বিষয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় সংস্থা বা ডিএনএ'র (Designated National Agencies- DNA) ভূমিকাসমূহ যথাযথভাবে নিরূপণ করা হয় এবং পরিষদ সদস্যদের কয়েকজন এও তুলে ধরেন যে আয়োজক দেশ বা প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের উপর জাতিসংঘ (UN) কর্তৃক কোনও আইনী বিধান আরোপ করা উচিত নয়। পাশাপাশি অন্যান্য পরিষদ সদস্যরা টেকসই উন্নয়নের গুর"ত্ব এবং পর্যাপ্ত মানদ"ের অভাবের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

একটি প্রায় নেতিবাচক নোটের মাধ্যমে বর্জ্যপদার্থ ধ্বংস প্রকল্প ও বর্জ্য নিষ্কাশন হিসেবে জমিভরাটের জন্য একটি সংশোধিত কার্যবিধি (AM0025) অনুমোদন করা হয় যদিও সেগুলোর মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর নানা নেতিবাচক প্রভাব ফেলা ছাড়াও অন্যান্য ত্র"টি ছিল। এছাড়াও বৈঠকে অন্যান্য যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র আয়তনের প্রকল্পসমূহের যাচাইসাপেক্ষে সম্ভাব্য সম্প্রসারণ (additionality testing) বাড়ানোর গাইডলাইন, অবদমিত চাহিদার (Suppressed Demand) উপর গাইডলাইন, মানসম্পন্ন বেজলাইনের মাধ্যমে এ/আর (বনায়ন/পুনর্বনায়ন) প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন ও সম্প্রসারণ। এই বৈঠকে আরও যেটি করা হয় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে থেকে দুইজন নতুন পরিষদ সদস্য নিয়োগ দেয়া হয় এবং নবগঠিত কার্বন ক্যাপচার ও স্টোরেজ বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্র"পের (CCS WG) সদস্যদের নিয়োগ দেয়া হয় যাদেরকে আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব।
বেঠকের একটি পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে এখানে।

আশা করা হচ্ছে, এসব বিষয়ে বেশিরভাগ সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা হবে আসছে নির্বাহী পরিষদের সভায়, ব্যাংককে ৯-১৩ সেপ্টেম্বর যেটা অনুষ্ঠিত হবে। যেসব আলোচনার দিকে আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি সেগুলো হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন টুল এবং বিশেষভাবে স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পরামর্শসভার জন্য নয়া প্রয়োজনসমূহ। সিডিএম নীতি আলোচনা প্যানেল কর্তৃক লিখিত প্রতিবেদনও এই বৈঠকের প্রাক্কালেই প্রকাশিত হবে। সেপ্টেম্বরের এই বৈঠক আরও গুর"ত্বপূর্ণ সিডিএম নির্বাহী পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য যেখানে দোহায় অনুষ্ঠিতব্য কপ ১৮'র জন্য সুপারিশমালা থাকবে।

"টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে অনেকটা অপরিণত বয়সীদের যৌনতার মতো– তারা সবাই ভাবে তারা এটা ঠিকঠাকমতো করে থাকে, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই আসলে তা করছে না। বরং তারা তা ভুলভাবে করছে।" চিস স্প্রে (নর্দামব্রিয়ান ওয়াটার) টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক একটি ডিজাইন কাউন্সিল অধিবেশনে

GAIA এর সৌজন্যে

সিডিএম নীতি আলোচনা- লবি শোডাউন নাকি সত্যিকার পর্যালোচনা?

এনটোনিয়া ভোরনার, নেটওয়ার্ক কোঅর্ডিনেটর, প্রজেক্ট ম্যানেজার ল্যাটিন আমেরিকা এন্ড আফ্রিকা, সিডিএম ওয়াচ

CC Rose Robinson

শেষ হয়েছে দিন গোণা: সিডিএম নীতি আলোচনা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল তাদের প্রতিবেদন চূড়ান্ড় করেছে জোহানেসবার্গে ২৪-২৬ জুলাই তাদের শেষ বৈঠকে। প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপকৃত সংস্কার সুপারিশ সেপ্টেম্বর ২০১২ তে প্রকাশিত হবে। আমরা পুরো প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং খুবই উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে চূড়ান্ড়প্রতিবেদনের ফলাফলটি ব্যবসায়ীদের লবিংয়ের ফলে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে। সিডিএম সংস্কারের উদ্যোগে কার্যকর হবার জন্য চূড়ান্ড়প্রতিবেদনে সিডিএম'র একটি সত্যিকার পর্যালোচনা অবশ্যই থাকা উচিত এবং অপ্রিয় উপসংহার টানার ব্যাপারে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত না। সিডিএম ওয়াচ এই চূড়ান্ড়প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনাদের ক্রমাগত অবহিত করবে।

যেহেতু প্যানেল সদস্যদের সিডিএম সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল কম, তাই মতামত নির্মাণে বৃহত্তর পরিসরের স্টেকহোল্ডারদের ভারসাম্যপূর্ণ মত গ্রহণ করাটা তাদের কর্তব্য ছিল। অবশ্য, এক্ষেত্রে নানা পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে বৈঠক করা ও তাদের মতগ্রহণের সুযোগ ছিল সীমিত; যাতায়াত সহায়তার জন্য অপর্যাপ্ত তহবিল সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণকে প্রায় অসম্ভবই করে তুলেছিল, ফলে এতে ব্যবসায়ী দেনদরবারকারীদের প্রাধান্যই ছিল অনেক বেশি। কাজেই এই প্রক্রিয়াকে পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে যেখানেই সম্ভব হয়েছে সিডিএম ওয়াচ সুশীল সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বি ে ষণাত্মক মতামত প্রদান করেছে। আমরা একটি ডিসকাশন ফোরাম চালু করেছি এবং মে মাসে বনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসেশন কনফারেন্সের পাশাপাশি সাইড ইভেন্ট আয়োজন করেছি। সেই সাইড ইভেন্ট থেকে আমরা প্যানেল সদস্যদের হাতে একটি খোলা চিঠি হস্তান্তর করেছি যেখানে ২৭টি দেশের ৮৪টি সংগঠন স্বাক্ষর করেছিল এবং যেখানে সিডিএম সম্পর্কিত আলোচনার বাইরে থাকা জরুরি বিষয়গুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

সিডিএম নীতি আলোচনা প্যানেলের কাছে সুশীল সমাজের খোলা চিঠি

বন, ২১ মে ২০১২

আমরা ২৭টি দেশের ৮৪টি সংগঠন, নেটওয়ার্ক এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিক সিডিএম সম্পর্কিত কতিপয় জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই চিঠি পেশ করছি।

সিডিএমকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে জলবায়ু সংকটের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এবং উন্নয়ন বিষয়ক করণীয় বাছাই করার কাজে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। [...] অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বর্তমান চেহারার সিডিএম তার দুইটি লক্ষ্য গ্যাস নিঃসরণহ্রাস করা এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। [...] সত্যটা হলো, কার্বন ঋণের বিপুল অধিকাংশই আসে বৃহৎ শিল্প প্রকল্প থেকে যা কোনও সামাজিক বা পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করেনা বরঞ্চ প্রায়ই তা দরিদ্রদের জন্য বিপরীত প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিছু কিছু প্রকল্প তো মারাত্মক পরিবেশগত, সামাজিক ও মানবিক ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করে থাকে এবং মানবাধিকারসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও মানদন্ড ভঙ্গ করে থাকে।

আমরা সিডিএম নীতি আলোচনার প্যানেল সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাই, সিডিএম কে তাদের বিবেচনায় নিয়ে আসতে এবং বিশেষ করে সেপ্টেম্বর ২০১২ তে প্রকাশিতব্য প্রতিবেদন এবং দোহায় অনুষ্ঠিতব্য কপ-১৮ তে নিম্নলিখিত জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে:

- সম্প্রসারণসীমা (Additionality)
- প্রকল্পের ধরনের যোগ্যতা
- টেকসই উন্নয়ন
- মানবাধিকার
- সিডিএম প্রক্রিয়ায় গণ অংশগ্রহণ
- ক্ষতিপূরণ কর্মপদ্ধতি

পূর্ণাঙ্গ চিঠিটি দেখতে পাবেন এখানে।

স্টেকহোল্ডার বৈঠক সম্পর্কে সেখানে অংশ নেয়া নেটওয়ার্ক সদস্যরা যা বলেন

'সিডিএম নীতি আলোচনার রিও বৈঠক ছিল গত দশকের দিকে ফিরে দেখা এবং একুশ শতকের জলবায়ু নীতির ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ। সব পক্ষকেই বুঝতে হবে যে বর্তমান কর্মকৌশলটি ত্রুটিপূর্ণ থেকেই যাচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন প্রশমন ও অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আরও বেশি সামগ্রিক প্রতিশ্রুতি। আমরা মানবাধিকার এবং গ্যাস নির্গমন হ্রাস আলাদা করে ভাবতে পারিনা।'

অসভালদো জর্ডান, এসিডি পানামা, ১৫ জুন ২০১২ রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত স্টেকহোল্ডার সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সুশীল সমাজকে কি বৈঠকে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল? এটা কি গঠণমূলক ছিল? সম্পৃক্ত করার মতো কী কী সুযোগ উপস্থাপন করা হয়েছিল? আপনি কি অনুভব করেছেন যে নীতি আলোচনার প্যানেল সদস্যরা সুশীল সমাজের উপস্থাপনায় সহযোগী মনোভাবাপন্ন ছিল?

'এটা ছিল খুবই দুঃখজনক যে কোম্পানি, কনসালট্যান্ট ও এফআইসিসিআই কর্মকর্তাদের ভিড়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। অবশ্য ভারতীয় ডিএনএ-এর একজন কর্মকর্তাকে আমরা দেখেছি। আলোচনায় সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অবহেলা করা হয়েছে এবং এটা অনুভূত হয়েছে যেন নীতি আলোচনার মনোযোগ ছিল শুধু সিডিএম'র বাণিজ্যিক ব্যাপারগুলো নিয়ে। তথাপি আমরা আলোনায় অংশগ্রহণের সুযোগটা গ্রহণ করেছি এবং সিডিএম প্রকল্পগুলো সম্পর্কে বিবৃতি তৈরি করেছি যে প্রকল্পগুলো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং এমনকি বিদ্যমান আইন এবং পরিবেশ, বন ও জীববৈচিত্র্য আইন ভাঙছে, এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক উপাদান ও ভারতের স্থানীয় সরকার কাঠামো 'গ্রাম পঞ্চায়েত' কে তারা একরকম উপেক্ষাই করছে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, সিডিএম নীতি তৈরির সময় প্যানেল সদস্য এবং নীতি নির্ধারকগণ স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা এবং তাদের জীবনের সংগ্রাম ও সমস্যাগুলোর কথা ভুলে যাবেন না।'

ড. লীনা গুপ্তা, উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী (উর্ধ্বতন কর্মসূচি সমন্বয়ক), সোসাইটি ফর প্রোমোশন অব ওয়েস্টল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, নয়াদিলি, ভারত। ১৬ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত স্টেকহোল্ডার সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।

'যতক্ষণ নীতি আলোচনার প্যানেল সদস্যরা সাধারণভাবে সুশীল সমাজের প্রতি সহযোগী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, ততক্ষণ আয়োজক এফসিসিআইকে মনে হয়েছে কর্মপদ্ধতির মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়সমূহের মধ্যকার অখন্ডতা বেছে বের করার চেয়ে সোজাসাপটাভাবে প্রত্যয়িত নিঃসরণ হ্রাস (Certified emission reductions- CER) এর প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিলেন। আরো ভালো হতো যদি ডিএনএ (Designated National Authority-DNA) অর্থাৎ সরকারী কর্তৃপক্ষ যদি এ ধরনের আলোচনাসভা আয়োজন করত, যাতে অবাধ ও প্রভাবমুক্ত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা যায়।

'যদিও সুশীল সমাজকে তাদের চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং সভার পূর্বে একটি সংগঠিত প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছে যেখানে আমাদের মন্তব্য করতে হয়েছে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে হয়েছে, তবুও এই প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছে সভার মাত্র ২ দিন আগে, যা ছিল অপর্যাপ্ত সময়।'

'আমি অনুভব করেছি, যেভাবেই হোক সভাটি ছিল গঠণমূলক, যখনই আমরা উপকারভোগীদের মোকাবেলা করতে হয় এমন সব বিষয় এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পেরেছি- তখনই আমরা সেসব বিষয় নিয়ে ডিএনএ-র সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। উপরন্তু আমরা ডিএনএ সচিবের সাথে পারস্পারিক চিন্তা-ভাবনা বিনিময় করার সুযোগও পেয়েছি যার মাধ্যমে আমরা উভয়ই উপকৃত হয়েছি।'

মহেশ পান্ডে, পার্যভরণ মিত্র। দিলিতে ১৬ জুলাই ২০১২-র স্টেকহোল্ডারদের সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।

শত সমস্যায় জর্জরিত সিডিএম'র বাস্ড়বতায় চূড়ান্ড় প্রতিবেদনে অনেক বিষয় নিয়েই আলোচনা উত্থাপন করতে হবে এবং প্রত্যাশাও অনেক উঁচু। বিশেষ করে, জলবায়ু মোকাবেলার প্রকৃত সুবিধার (net climate benefits) বদলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নেতিবাচক প্রভাব, যে ধরনের সিডিএম প্রকল্পগুলো টেকসই উন্নয়নে সত্যিকারভাবে অবদান রাখতে সক্ষম এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কিভাবে অর্থসহায়তা প্রদান করতে হবে যাতে তারা নিজেদের গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। ৫,০০০ এরও বেশি প্রকল্প পাইপলাইনে রয়েছে, এবং আগামী বছরগুলোতে আরও অনেক প্রকল্প বাস্ড়বায়ন হবে– এ অবস্থায় নিবন্ধন-পরবর্তী সময়ে এসবের প্রভাবের পরিবীক্ষণ এবং একটি ক্ষতিপূরণ প্রদান কর্মকৌশল প্রতিষ্ঠা করা খুবই জর"রি।

সিডিএম কে কেবলমাত্র তখনই "ভবিষ্যতের কর্মকৌশল" বলা যাবে যখন একটা নির্দিষ্ট মাপে এর সংস্কার হবার পর এটি প্রকৃত নিঃসরণ হ্রাস করতে সক্ষম হবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সত্যিকার স্থায়িত্বশীল সুবিধাসমূহ এনে দিতে পারবে।

'নীতি আলোচনা সভাটি ছিল অনেকটাই একটি বাণিজ্যিক সভার মতো যেখানে বেশিরভাগ শিল্পকারখানার প্রতিনিধিরা জানতে চাচ্ছিলেন স্বল্প সময়ের মধ্যে সহজতর প্রক্রিয়ায় কিভাবে দ্র"ত অর্থ পাওয়া যায় সেসব বিষয়ে। টেকসই উন্নয়ন বা সিএসআর সম্পর্কে সেখানে বলতে গেলে কোনও আলোচনাই হয়নি। দেশে সিডিএমের ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে একটি উপস্থাপনাও উঠে আসেনি।'

'সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে উপস্থাপনা ছিল মাত্র ৩টি, সভাটি ছিল একপাক্ষিক এবং শিল্পকারখানার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট বৈঠক। আর সভার প্যানেলে সুশীল সমাজের কোনও প্রতিনিধিত্ব ছিল না। সেখানে উপস্থিত ছিল শুধু সরকার ও শিল্পকারখানা। এটা ছিল অনেকটা যেন সুশীল সমাজকে জোর করে আলোচনায় বসানো হয়েছিল।'

'তারপরও নীতি আলোচনাটা ছিল গঠনমূলক, অন্ড়ত এই অর্থে যে, যেসব ইস্যু আমরা আলোচনার জন্য উত্থাপন করেছি তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং সেসব ইস্যু লিখিতভাবে উপস্থাপন করার মতো যথেষ্ট সময়ও দেয়া হয়েছে, যেসব আমরা গত ৩ দিন ধরে তৈরি করেছিলাম। এটা আরো গঠনমূলক হতো যদি আমাদেরকে আরেকটু লম্বা প্রস্তুতির সময় দেয়া হতো এবং অন্যান্য রাজ্য থেকেও সুশীল সমাজ সংগঠনকে সভায় উপস্থিত করা যেত। অন্ড়তপক্ষে সিডিএম ওয়াচের পক্ষ থেকে আরেকটু সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে পারত।'

তুষার পাঞ্চোলি, পার্যভরনিয়া বিকাশ কেন্দ্র। দিলিতে ১৬ জুলাই ২০১২-র স্টেকহোল্ডারদের সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।

CDM Policy Dialogue

ভোট দিন, পরামর্শ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও সহজলভ্যতা বিষয়ে আপনার মতামত দিন, অনলাইনে, আমাদের আলোচনা ফোরামে, এখানে

সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্কের শুভ প্রথম জন্মদিন!

এন্ড্রু কোয়লি এবং এনটোনিয়া ভোরনার, সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্ক টিম

গত বছরের ঠিক এইদিনে সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্ক তার যাত্রা শুর" করেছিল। ঠিক তখন থেকে শুর" হয় কথা বলা আর তার ফলে সামান্য কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী এবং সিডিএম ও কার্বন বাজার নিয়ে কর্মরত কয়েকজন বুদ্ধিজীবী নিয়ে পথ চলতে শুর" করা নেটওয়ার্কটি ক্রমে পরিণত হয়ে ওঠে ৫টি মহাদেশে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সরব ৫০০-র বেশি সদস্য সংগঠন ও নেটওয়ার্কসমূহের একটি বিশাল কর্মযজ্ঞে। সবাইকে জানাই শুভ জন্মদিন।

সিডিএম ওয়াচের কাজের শুর"তেই সিডিএম'র প্রতি নজর রাখতে পারে এমন একটি আন্ড়র্জাতিক সুশীল সমাজ নেটওয়ার্কের প্রয়োজন পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়। আমরা এমন একটি সুশীল সমাজ ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম– যারা একদিকে যেমন চলমান প্রকল্পগুলোতে টেকসই উন্নয়নের উপাদানসমূহ রয়েছে কি না তা চ্যালেঞ্জ করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে অনুমোদনের অপেক্ষায় পাইপলাইনে থাকা ক্ষতিকর প্রকল্পগুলোর বির"দ্ধে ক্যাম্পেইন আয়োজন করতে পারে। সিডিএম ওয়াচ ২০১১ সালের সূচনালগ্নে শুর" করে সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের লক্ষ্য ছিল সিডিএম ও অন্যান্য কার্বন বাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের

কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা যাতে করে কৃত্রিম এমিশন হ্রাস এবং পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে ক্ষতিকর প্রকল্পগুলো বন্ধ করা যায়। এই নেটওয়ার্ক পৃথিবীব্যাপী সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যার লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য আদানপ্রদান করা এবং গণমতামতসমূহ যেমন খোলা চিঠি বা মতামতনামা ইত্যাদি সমন্বয় করা। সদস্যরা মেইলিং লিস্ট ব্যবহার করে থাকেন যার মাধ্যমে তারা অংশীদারদের কাছ থেকে বিশেষণাত্মক তথ্য পেতে পারেন এবং এডভোকেসির বিজয়ের খবর সবার সাথে ভাগাভাগি করতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের নেটওয়ার্ক সদস্যদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন: এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং ইউরোপ।

সিডিএম এবং কার্বন বাজার সংক্রান্তআলোচনা ও নীতি উন্নয়ন খানিকটা বিভ্রান্তিড় কর এবং খুবই টেকনিক্যাল হতে পারে। আমরা কার্বন বাজার দ্বারা প্রভাবিত ও এ বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট কর্মী ও সংগঠনসমূহকে সহায়তা করতে চেষ্টা করি যাতে তারা সকল উত্তপ্ত ইস্যুর কাতারে উপরের দিকে অবস্থান করতে পারেন। বিগত ৩ বছর ধরে এনজিও এবং সংশিষ্ট নাগরিকরা আমাদের সক্ষমতা গড়ার আঞ্চলিক কর্মশালাসমূহে উপস্থিত হয়ে আসছেন সিডিএম এবং কার্বন বাজার সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও সংশিষ্টতা বিষয়ক তথ্য বিনিময় করার জন্য। এটা খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক যে সারা নেটওয়ার্ক জুড়ে অসংখ্য সংগঠন অনলাইনে তাদের বিতর্ক জারি রেখেছেন এবং উত্থাপিত বিষয়গুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করছেন। সদস্যরা নিজ দেশের সুনির্দিষ্ট প্রকল্প ও প্রকল্পের ধরন নিয়ে নানা তথ্য ও সংশিষ্টতা বিনিময় করছেন এবং এসব ব্যাপারে জড়িত হবার সুযোগ বাতলে দিচ্ছেন, অন্যথায় বহু সুশীল সমাজ সংগঠনই এসব বিষয়ে সচেতন হতে পারত না। শাসনব্যবস্থার সকল পর্যায়ে সংশিষ্টদের কণ্ঠস্বরের শ্রবণীয়তা নিশ্চিত করতে এটি একটি অপরিহার্য প্রথম পদক্ষেপ। এই নেটওয়ার্ক যত শক্তিশালী হবে, সিডিএম এবং কার্বন বাজারে সুশীল সমাজের বিশেষণাত্মক কণ্ঠস্বর তত সরব হবে।.

সিডিএম ওয়াচ ফোকাল পয়েন্ট

সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্ক ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সুশীল সমাজ মঞ্চটিকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী করতে আমরা আনন্দের সাথে নতুন নতুন জাতীয় ও আঞ্চলিক ফোকাল পয়েন্ট গঠন করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই সংগঠনগুলো, নেটওয়ার্কে তাদের সক্রিয় ভূমিকা এবং তাদের দক্ষতা দ্বারা নির্বাচিত সংগঠনগুলো, সিডিএম এবং অন্যান্য কার্বন বাজারের আঞ্চলিক পর্যায়ে জননিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে উঠবে। ফোকাল পয়েন্টরা তাদের দেশে বা অঞ্চলে সিডিএম সংক্রান্তবিষয়ে ইন্টারফেস (অনেকটা বন্দরের মতো, যেখানে অনেকে এসে নোঙর করতে পারে) এবং সুশীল সমাজের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। বৃহত্তর সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্ক এবং জাতীয় পর্যায়ের সুশীল সমাজ নেটওয়ার্কের মাঝে এটি একটি যোগসূত্র স্থাপন করবে। সমানভাবে ফোকাল পয়েন্টও নেটওয়ার্কের সাথে কোনও চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে যোগাযোগ করবে। শাসনব্যবস্থার সকল পর্যায়ে সুশীল সমাজের কণ্ঠস্বর যাতে শ্রুত হয় তা নিশ্চিত করতে ফোকাল পয়েন্টরা জাতীয় কার্বন বাজারের নিয়ামক এবং কর্তৃপক্ষের সাথে অব্যাহতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করবে।
আমরা ক্রমাগতভাবে শাসনব্যবস্থার মধ্যকার দুর্বল বিধান এবং চর্চাকে উন্মোচিত করতে থাকব, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যাজনক সিডিএম প্রকল্পের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ও ক্যাম্পেইনকে সহায়তা করব। আমরা যা যা করে থাকি তার আরেকটু উন্নয়ন কিভাবে করা যায় সে ব্যাপারে আপনার কোনও পরামর্শ থাকলে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে শ্রবণ করব।

আমরা পৃথিবীব্যাপী আমাদের সকল সদস্যকে তাদের সহায়তা, মূল্যবান সংযোজন এবং পরামর্শের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং পরবর্তী বছরগুলোতে অভ্যাগত নতুন ওয়াচারদের স্বাগত জানানোর প্রত্যাশা রাখি।

সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্ক যা দিতে পারে:

- সিডিএম এবং কার্বন বাজার সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদান করতে সুশীল সমাজের জন্য একটি মঞ্চ
- প্রকল্প ক্যাম্পেইন এবং এডভোকেসি উদ্যোগের ক্ষেত্রে সহাবস্থান-সহায়তা (Peer-support)
- ক্যাম্পেইন ও এডভোকেসি কর্মকাণ্ড যেমন খোলা চিঠি এবং মতামতনামা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি
- তিনটি মেইলিং লিস্ট যার একটি আপনি বেছে নিতে পারেন:
  - **গোবাল সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্ক মেইলিং লিস্ট:** সমগ্র নেটওয়ার্কের জন্য একটি মেইলিং লিস্ট যার মাধ্যমে ক্যাম্পেইন এবং নীতি বিষয়ক খবরাখবর বিনিময় করা ছাড়াও থাকবে নির্দিষ্ট বিষয়ে মিডিয়া কভারেজ, গণমতামতে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল ও রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবার জন্য আহ্বান। এখানে যোগ দিন।
  - **সিডিএম ওয়াচ ইনডিয়া নেটওয়ার্ক:** এই মেইলিং লিস্টটি চালু হয় ২০১২। এটি চালু করা হয় অনেক ভারতীয় সংগঠনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে, যারা বিগত বছরগুলো ধরে সিডিএম প্রকল্প এবং উন্নয়ন বিষয়ে বাছবিচার করে আসছেন। এখানে যোগ দিন।
  - **রেড ডি ভিজিলেনসিয়া:** একটি স্প্যানিশ মেইলিং লিস্ট যা ল্যাটিন আমেরিকান সংগঠনসমূহকে একত্রিত করছে যারা সিডিএম এবং কার্বন বাজার নিয়ে বাছ-বিচারের কাজ করে আসছে। আপনি

  মেইলিং লিস্টে যোগ দিতে পারেন এখানে।

সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্কের সদস্যপদের জন্য কোনও মূল্যের প্রয়োজন নেই এবং এটি সকল এনজিও এবং বুদ্ধিজীবীদের জন্য উন্মুক্ত বিশেষ করে যারা সরকার ও বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে স্বাধীন। আমরা বিশেষভাবে সিডিএম আয়োজক দেশসমূহ থেকে নিবেদিত কর্মী ও স্থানীয় আন্দোলনকে এই নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হবার আহ্বান জানাই। **আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হোন এখানে: http://www.cdm-watch.org/?page_id=16**

যদি আপনি বা আপনার সংগঠন জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হবার জন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এনটোনিয়ার সাথে এই ঠিকানায় **antonia@cdm-watch.org**

আরও তথ্যের জন্য দেখুন:
অনলাইনে আমাদের সাথে যোগ দিন। ফেসবুক ও টুইটারে আমাদের সাথে সংযুক্ত হোন।

রিও+২০ তে টেকসই উন্নয়ন: যত কাছাকাছি, ততটাই দূরের।

নিকোলা ফ্রাকারোলি,
পলিসি ইনটার্ন, সিডিএম ওয়াচ

১৯৯২ সালে রিওতে অনুষ্ঠিত আর্থ সামিটে কিয়োটো প্রোটোকলের মূল ধারণাটি লিপিবদ্ধ করা হয়। যা থেকে তখন জন্মলাভ করে তথাকথিত পরিচ্ছন্ন উন্নয় কর্মকৌশল (Clean Development Mechanism- CDM) **যার লক্ষ্য ছিল কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্য অর্জণ করা এবং একই সাথে টেকসই উন্নয়ন উপহার দেয়। এর মধ্যে কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে এবং সেই টেকসই উন্নয়ন এখনও কেবল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় হিসেবেই থেকে গেছে। এর মধ্যে একটি প্রধান ফলাফল অর্জিত হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ। অবশ্য সিডিএম বা অন্য কোনও কার্বণ বাজার কর্মকৌশলের মধ্যে এটার অর্থ কী দাঁড়ায় তা এখনও দেখার বিষয়।**

টেকসই উন্নয়নে সিডিএম'র অবদান (বা তার ঘাটতি) বিষয়ক ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনার যে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল, খুব দ্রুতই তা পরিত্যাগ করা হয় এবং সিডিএম তার দুই লক্ষ্য- জলবায়ু প্রশমন ও টেকসই উন্নয়ন- অর্জনের পথে মারাত্মক অসুবিধা মোকাবেলা করে যেতে থাকে। যদিও তখন পর্যন্ত, সিডিএম মূল কনফারেন্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব ঘটনায় তুলে ধরেছিল যে: জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) একটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে, যেখানে তাদের কনফারেন্সে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রায় ১৪০০ কর্মকর্তার কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করবে। এর মাধ্যমে ব্রাজিলিয়ান সিডিএম প্রকল্প হতে প্রায় ৩,৬০০ কার্বন ক্রেডিট ক্রয় করা যেত, যার প্রতিটি এক টন কার্বন ডাই অক্সাইডের সমান যা এই কনফারেন্স আয়োজনের ফলে সৃষ্ট। অবশ্য, এ উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রকল্প কাজে লাগানো হয়েছে এবং কী ধরনের টেকসই সুবিধা তাদের হতে পারত- ব্রাজিল সরকারকে এসব প্রশ্ন করা হলে এর জবাবে কোনও তথ্য প্রদান করা হয়নি।.

ব্রাজিল হচ্ছে সিডিএম প্রকল্পসমূহের চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহিতা। এর ২০৭টি নিবন্ধিত প্রকল্প ২০২০ সালের মধ্যে ৩২০ মিলিয়নেরও বেশি কার্বন ক্রেডিট প্রদান করবে। এর মধ্যে ৫৪টি প্রকল্প হচ্ছে বৃহৎ আকারের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প যে প্রায়ই স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও প্রতিবেশের উপর কী ধরনের ব্যাপক সামাজিক ও পরিবেশিক প্রভাব ফেলতে পারে তা কারো জানতে বাকী নেই। ব্রাজিলে রয়েছে বেশ কয়েকটি কুখ্যাত বৃহদাকারের বাঁধ (মেগা-ড্যাম), যার বেশিরভাগই আমাজান নদীর উপর অবস্থিত। এমনকি ব্যাপকভাবে স্থানীয় জনপ্রতিরোধের মুখে পড়া প্রকল্প যেমন জিরাউ, সান্টো এন্টোনিও এবং টেলেস পাইরেস বাঁধগুলিও বর্তমানে সিডিএম'র অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ব্রাজিল কিছু শিল্পমুখী ইউক্যালিপটাস মনোকালচার প্রকল্পও

টেকসই উন্নয়ন ও সিডিএম

টেকসই উন্নয়ন অর্জনে সিডিএম'র ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে মূলত কার্যকর অর্থসহায়তা বা ইনসেনটিভের অভাব এবং তহবিলগত ফলাফলের (financial consequences) অভাব, যদিপ্রতিশ্রুত স্থায়িত্বশীলতার সুবিধা অর্জিত না হয়। উপরন্তু, নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম। সিডিএম'র ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিটি দেশই নিজস্ব পদ্ধতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সিডিএম প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখছে কি না। বিনিয়োগের কারণে এসব প্রকল্পওয়ালারা চিন্তা করে থাকে যে, সুবিধাভোগী দেশগুলো তাদের স্বার্থের কারণেই যত বেশি সম্ভব সিডিএম প্রকল্প রাখার চেষ্টা করে। এ ধরনের একটি প্রকল্পের জন্য জাতীয় অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে অবশ্য টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার বিষয়ে করার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আর কোনও প্রকল্প যদি সত্যি টেকসই উন্নয়নে অবদান রেখেও থাকে তা পরিবীক্ষণ করার মতো কোনও পদ্ধতিই নেই যা দিয়ে যাচাই করা যাবে সত্যিকারের চর্চায় তা কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সিডিএম প্রকল্প হিসাবে অনুমোদন করেছে, মিনাস গেরাইস-এর পানটার প্রকল্পের মতো কুখ্যাত প্রকল্প এর উদাহরণ।

[1] http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&nr=249&type=1000&menu=126
[2] IGES July 2012
[3] দেখুন আন্তর্জাতিক নদীসমূহ: The Global CDM Hydro Hall of Shame

চিলিতে সিডিএম বিষয়ে এনজিও গোলটেবিল

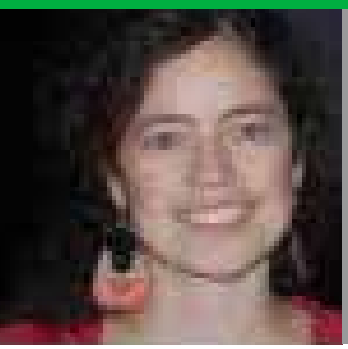

গ্যাব্রিয়েলা টোলেডো রোমান, কালেকটিভো ভিয়েনতো সার

১৮ই জুলাই সিডিএম ওয়াচ এবং কালেকটিভো ভিয়েনতো সার সান্টিয়াগোর হিয়েনরিখ বল ফাউন্ডেশনে একটি সুশীল সমাজ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে যেখানে চিলিতে সিডিএম'র তৎপরতা এবং নতুন বাজার পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গোলটেবিলে এডুয়ার্ডো গিয়েসেন এবং ডিয়েগো মার্টিনেজ-শ্যুট কেস স্টাডি উপস্থাপন করেন এবং এ সংক্রান্তজাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিসমূহের সমস্যাজনক দিকগুলো তুলে ধরেন, যেমন: যুক্তিহীন অর্থসহায়তা এবং টেকসই উন্নয়নে তাদের প্রভাব।

চিলির বিভিন্ন কেস স্টাডি সিডিএম'র বর্তমান বৈশিষ্টের ফলাফল স্বরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব তুলে ধরে, যেমন: সংযোজনশীলতার (Additionality) অভাব, আইনী সংস্কারের উপর প্রভাব, সিডিএম'র কৌশলগত ব্যবহার এবং সুবিধাভোগী কোম্পানিগুলোর আচরণ, টেকসই উন্নয়নের সাথে যাদের কোনও সাযুজ্য নেই। অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান ১২০টি প্রকল্পকে হিসাবে নিয়ে চিলি হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম দেশ, ব্রাজিল ও মেক্সিকোর পরেই এর অবস্থান, যার রয়েছে এ অঞ্চলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রকল্প। চিলিতে সকল সিডিএম প্রকল্পই মাঝাড়ি অথবা বড় আকৃতির। মাঝারি ও বড় আকৃতির প্রকল্পগুলোতে সংযোজনশীলতা (Additionality) ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ কারণ, এসব প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত উচ্চ। সূতরাং, বোঝাই যায়, এসব প্রকল্প পূর্ব-পরিকল্পিত এবং সিডিএম'র সুবিধাসমূহ এসব প্রকল্পের সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় কোনও বিবেচ্য বিষয় ছিলনা। যেমন উদাহরণস্বরূপ চাকাবুকুইটো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি অন্য অনেক প্রকল্পের মতোই সিডিএম অর্থায়ন ছাড়াই তৈরি হয়েছে। চিলিতে নদীর পানি দ্বারা চালিত ৬০টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চলমান রয়েছে এবং আরো ৯৬টি এ ধরনের প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে (দেখুন http://www.centralenergia.cl/)। আলটো মাইপো প্রজেক্ট নামের প্রকল্পটির রয়েছে ২৭২ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা। মোট ৭০০ মিলিয়ন মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে প্রতি টন কার্বন ডাই অক্সাইড হ্রাসের বর্তমান মূল্য হিসাবে নিলে এর বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়ে কোনভাবেই কার্বন ক্রেডিট বিক্রয়ের বিবেচনা প্রাসঙ্গিক হয়না।

ব্যবসায়ীদের এতটাই ক্ষমতায়িত করা হয়েছে যে তারা প্রভাব খাটিয়ে কর্তৃপক্ষকে কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় পরিবেশগত মানদন্ড বলবৎ করতে বা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার মতো আইন তৈরিতে বিলম্ব করিয়ে দিতে পারে। কারণ সিডিএম কার্যক্রম স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা জাতীয় আইন

colectivo VIENTO SUR

কালেকটিভো ভিয়েনতো সার একটি বহুমুখী সংগঠন যা স্থায়িত্বশীল ও সার্বভৌম সমাজ গঠনে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই সংগঠনের একটি আনুভূমিক কাঠামো রয়েছে যা সমগ্র চিলির বিভিন্ন প্রদেশ জুড়ে সর্বজনীন পদ্ধতিতে সমান্তরাল কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। আরো জানুন এখানে: http://colectivovientosur.wordpress.com/

কাঠামোতে উলিখিত মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেলেই কেবল ক্রেডিট দাবি করা যেতে পারে। কাজেই প্রকল্প মালিকদের পক্ষে দুর্বল বিধান তৈরি কিংবা নিচু মাত্রার মাপকাঠি নির্ধারণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা কোনও ব্যাপার না।

গোলটেবিলে অংশগ্রহণকারীরা বর্জ্য দিয়ে জমিভরাট ও মিথেন রিকভারি প্রকল্পের কেসগুলো নিয়েও আলোচনা করেন। একটি অত্যাবশ্যকীয় মানদণ্ড অনুযায়ী মিথেনের প্রক্রিয়াকরণ বাস্ড়বায়নের অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু তখন বর্জ্য দিয়ে জমিভরাটের বিষয়টা সিডিএম দ্বারা উপকৃত হতে থাকল এবং সে কারণে সেই মানদণ্ডের প্রয়োগ পিছিয়ে গেল। আর এখন এটা কোম্পানিগুলোর একটা ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সিডিএম দ্বারা উপকৃত হচ্ছে যেসব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাধীন ভূমিভরাট প্রকল্প তার মধ্যে রয়েছে লেপান্টো ল্যান্ডফিল, এল মইয়ে, কোপিউলেমো, বায়োগ্যাস চিলি ইনভেস্টমেন্ট ও অন্যান্য।

চিলিতে সিডিএমের একটা কৌশলগত ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যেতে পারত, যেখানে সিডিএম প্রত্যয়ন পদ্ধতি মাঝে মাঝে কিছু নির্দিষ্ট ব্যবসা বা সেক্টরে টেকসই হিসাবে পরিবেশ রক্ষার চর্চাকে উৎসাহিত করে থাকে, এবং এটাই সাধারণ মানুষের মনে আছে। অবশ্য, কোম্পানিগুলো সিডিএম স্কিমের আওতায় শুধুমাত্র পরিবেশগতভাবে নমনীয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে থাকে। যেমন, এগ্রোসুপার নামের কোম্পানিটি তরল বর্জ্য থেকে মিথেন রিকভারির জন্য ৫টি প্যান্টের একটি সিডিএম প্রকল্প নিবন্ধন করেছে। তবে, এরা এসব চর্চার পুনঃপ্রয়োগ করে না, যেমন, এটি আমরা দেখেছি ২০১২ সালের মে মাসের দিকে ফ্রেইরিনা নামের কোম্পানিটিতে যখন শূকরের খামার থেকে বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

অংশগ্রহণকারীরা আরো আলোচনা করেন কিভাবে সিডিএম এবং অস্থায়িত্বশীল চর্চাসমূহ একই সাথে সহাবস্থান করে। এই কর্মকৌশলের এই পয়েন্টটাতে একটা ত্রুটি দেখা যাচ্ছে অন্যান্য প্রত্যয়ন পদ্ধতির তুলনায়, যখন শুধুমাত্র গ্রিন হাউজ গ্যাস হ্রাসের জন্যই মনিটরিং রয়েছে, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের জন্য তা নাই। উপরন্তু, একটা ছাড়কৃত প্রকল্প হয়তবা খারাপ প্রভাব ফেলছে না, বা কাঙ্ক্ষিত প্রভাবের বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে না, তবে এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে উক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত কোম্পানিটি তার নির্দিষ্ট প্রকল্পটির বাইরে অন্যান্য কর্মকাণ্ড ও চর্চার মাধ্যমে যেসব পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব ফেলছে তার জন্য তারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্মরণ করতে পারি, আরাউকো নামের কোম্পানিটির কথা, যাদের বায়োমাস থেকে শক্তি উৎপাদন সংক্রান্ড় একটি সিডিএম প্রকল্প রয়েছে, তারাই স্থানীয়ভাবে অত্যন্ড় উচ্চমাত্রার সামাজিক দ্বন্দ্বের সাথে জড়িয়ে রয়েছে, আর তারাই ভালদিভিয়াতে রাজহাঁস হত্যার মধ্য দিয়ে জন্ম দিয়েছে চিলির ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত পরিবেশগত দ্বন্দ্বের।

সবশেষে, গোলটেবিল বৈঠকের অংশগ্রহণকারীরা, যাদের বেশির ভাগই এনজিও থেকে এসেছেন, তারা উলেখ করেন, ক্ষুদ্র ব্যবসা বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে আর্থিক দিক থেকে সিডিএম প্রকল্প দাঁড় করানো সম্ভব নয়। একই সাথে, টন প্রতি কার্বন ডাই অক্সাইডের দাম এখন খুবই সস্ড়া, একথা উলেখ করে গোলটেবিলে উপস্থিত একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিচালনাকারী তার বক্তব্যে বলেন, তাদের উন্নয়নের জন্য কোনওরকম সহায়তার ব্যবস্থা বর্তমানে নাই।

স্মরণ রাখা দরকার, চিলিতে নকশা ও বাস্ড়বায়নের জন্য দায়ী সিডিএম প্রকল্পসমূহের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল ছোট প্রকল্পগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে অন্ড়ত চিলির প্রেক্ষাপটে সেগুলো সংকুচিত হয়ে আসবে। সবশেষে, আমরা এ সিদ্ধান্ড়ে উপণীত হই যে, কর্মকৌশলটা (mechanism) সংশোধন করা দরকার অথবা তার বদলে এমন কর্মকৌশল আনা দরকার যা সরাসরি ও কার্যকরভাবে পরিচ্ছন্ন কৌশলে (clean technologies) পরিবর্তিত হওয়াকে উদ্বুদ্ধ করে, যেখানে কেবল সংযোজনশীলতাই শেষ কথা নয়।

কর্মকৌশলটা (mechanism) সংশোধন করা দরকার অথবা তার বদলে এমন কর্মকৌশল আনা দরকার যা সরাসরি ও কার্যকরভাবে পরিচ্ছন্ন কৌশলে (clean technologies) পরিবর্তিত হওয়াকে উদ্বুদ্ধ করে, যেখানে কেবল সংযোজনশীলতাই শেষ কথা নয়।

স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভার বিশেষণাত্মক যাচাই

আমাদের নেটওয়ার্ক সদস্য গুজরাট ফোরাম অন সিডিএম এবং ট্রান্সপারেন্সিয়া মেক্সিকানা ভারত ও মেক্সিকোতে স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভা বিশেষণাত্মকভাবে যাচাই করেছে। তাদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবে পরামর্শ প্রক্রিয়ায় অপর্যাপ্ততা, অসম্পূর্ণতা এমনকি কোথাও কোথাও জালিয়াতির মতো ঘটনাও জন্ম দিয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে একটা শক্ত গাইলাইনের জন্য অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু সিডিএম এখনও অপর্যাপ্ত জনপরামর্শ চালিয়েই যাচ্ছে।

Detective: courtesy of thefamousfrugalista

স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভা- কেবলই আনুষ্ঠিকতা!

ফালগুনি যোশী, গুজরাট ফোরাম অন সিডিএম

Tickbox: cc Daniel*1977

সিডিএম প্রকল্পগুলোর মোট সংখ্যার প্রায় সিকিভাগই রয়েছে ভারতে, গণনা করলে এখানে এখন পর্যন্ড় ৮৫৭টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে। সংখ্যা দিয়ে দেখলে একটা প্রগতিশীল গল্পের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু এসব প্রকল্পের প্রভাব পড়ছে যেসব মানুষের উপর, অর্থাৎ স্থানীয় স্টেকহোল্ডাররা এই প্রক্রিয়ায় চরমভাবে অবহেলিত।

সিডিএম প্রকল্পে স্থানীয় জনগণই হচ্ছে সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার পক্ষ কারণ তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড়। এসব প্রকল্প প্রায়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কখনও কখনও তাদের কর্মকা"ের ফল হিসেবে সেখানে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ ব্যাপারে আগে থেকে গুর"ত্ব দিয়ে জনপরামর্শ সভা করার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা করলে প্রাথমিক পর্যায়েই সমস্যাটি চিহ্নিত করা যেত। অথচ এসব পরামর্শ সভা ঘটে থাকলেও তা প্রায়ই কেবল আনুষ্ঠাকিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকল্প পরিকল্পনার দলিল (পিডিডি) প্রস্তুত করার সময়, প্রকল্প উদ্যোক্তাদের উচিত স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন করা যাতে করে তাদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য ও সম্ভাব্য প্রভাব বিষয়ে অবহিত করা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এমনকি কর্তৃপক্ষ নিবেদিতপ্রাণ হলেও কেবলমাত্র পরিষ্কার গাইডলাইন ও দূরদৃষ্টির অভাবে এসব পরামর্শ সভা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠিকঠাকভাবে করা হয় না। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি ভারতে কিভাবে এসব স্টেকহোল্ডার পরামর্শ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। নানা ধরনের পিডিডি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও বিশেষণ করে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে:

- **অনুষ্ঠানের স্থান/ সময়/ কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে এসব তথ্য ঠিকভাবে উলেখ না করেই সভার ঘোষণা দেয়া** প্রায় সকল জনপরামর্শ সভা আহ্বানের একটি সাধারণ ত্র"টি। এইসব মৌলিক তথ্য এড়িয়ে যাবার মাধ্যমে প্রকল্পকর্তারা গ্রামবাসীকে সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দেবার অভিপ্রায়টি ভালোভাবেই সফল করে থাকেন।
- এমনকি যদি কোনভাবে গ্রামবাসী সভা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এসে উপস্থিত হন **সভার লিখিত উপস্থাপনাটি**

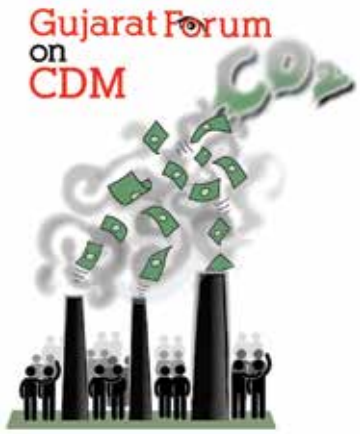

গুজরাট ফোরাম হচ্ছে ব্যক্তি ও সংগঠন-সমূহের একটি নেটওয়ার্ক যারা পরিবেশ ইস্যু নিয়ে কাজ করে। এই ফোরামটি বিশেষ করে ভারতের গুজরাটস্থ সিডিএম প্রকল্প ও উন্নয়ন ক্ষেত্রগুলো মনিটর করে।

এমন ভাষায় তৈরি করা হয় (সাধারণত ইংরেজিতে) যাতে এই ভাগ্যবঞ্চিত গ্রামবাসী তা বোঝার ধারেকাছে দিয়েও না যেতে পারে। আর যেসব তথ্য এতে উপস্থাপন করা হয় তার বেশিরভাগই অপ্রাসঙ্গিক এবং যার মধ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পর্কিত মূল বিষয়টাই বিস্তৃরিত খুঁজে পাওয়া যায় না।

- মজার ব্যাপার হচ্ছে, **প্রতিটি প্রকল্পের প্রতিবেদনগুলো সবসময়ই ইতিবাচক মন্তব্য দিয়ে সাজানো গোছানো থাকে, এমনকি মাত্র একটা অপ্রিয় মন্তব্যও সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না!**

এমনও দেখা গেছে, জন পরামর্শ সভার নামে এমন বৈঠক হয়েছে যেখানে "জন উপস্থিতি"র নামে উপস্থিত হয়েছে হাতে গোণা কয়েকজন কোম্পানীর তোষামুদে সমর্থক। জন বিজ্ঞপ্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবে সভার স্থানটি উলেখ করতে ভুলে যাওয়া হয়েছে, সভা শুর করতে ঘন্টার পর ঘন্টা বিলম্ব করা হয়েছে। এইসব ঢিলেঢালা ও অফলপ্রসূ বৈঠককে ভিত্তি করে প্রকল্প পরিকল্পনা দলিলের জন্য সাজানো গোছানো প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে এবং সেই প্রতিবেদন হয়ে উঠেছে কোম্পানির জন্য কার্বন ক্রেডিট অনুদানের ভিত্তি।

একটি কর্মকৌশল যা সবার সুবিধার কথা ভেবে তৈরি করা, তথ্য অধিকার যা জনগণের অধিকার বলে বিবেচিত– এই সবকিছুকে কাঁচকলা দেখিয়ে রচিত হয়েছে সিডিএম প্রজেক্ট ডকুমেন্টের নানা ফুলে ছাওয়া গালগল্প। এই সমস্ড় বিপদাপন্নতা বন্ধ করতে হলে কিছু সিরিয়াস পদক্ষেপ নেয়া দরকার:

- প্রাসঙ্গিক প্রজেক্ট ডকুমেন্ট এবং জন বিজ্ঞপ্তি **সহজ বোধগম্য স্থানীয় ভাষায়** প্রকাশ করতে হবে
- বিজ্ঞপ্তি এমনভাবে দিতে হবে যাতে স্টেকহোল্ডাররা **এরকম জনপরামর্শ সভায় তাদের যোগদানের অধিকার** ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন
- কার্বন ঋণ বিক্রয়লব্ধ অর্থের **২% ভাগের** শত যা গ্রামবাসীর পাওনা এ তথ্য জনগণকে ঠিকমতো অবহিত করা (ভারতীয় পিসিএন এর ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ)
- স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের উচিত কার্বন ঋণ থেকে তাদের অর্জিত এই ভাগ কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেই **সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ** করতে সক্ষম হওয়া
- তথ্যের আরো ভালো সঞ্চালন নিশ্চিত করতে পরামর্শ সভার জনবিজ্ঞপ্তি **কমপক্ষে দুইটি সংবাদপত্রে- একটি বাধ্যতামূলকভাবে স্থানীয় সংবাদপত্রে** প্রকাশ করা উচিত
- **জন পরামর্শ সভার ভিডিও ধারণ বাধ্যতামূলক করা উচিত** এবং কার্যকর সময়সীমার মধ্যে স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ সভার ভিডিও ক্লিপটি আপলোড করা দরকার
- প্রকল্প পরিকল্পনা ডকুমেন্টে উলিখিত প্রকল্পের **সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং কৌশলগত প্রভাবসমূহ** সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে স্থানীয় জনগণ তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে সক্ষম হন।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণ যে শুধু স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে তাই নয়, বরং আরো বৃহত্তর সংখ্যক স্টেকহোল্ডারের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এটা একই সাথে নেতিবাচক প্রভাব নিরসন, প্রকল্প পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং সর্বোতভাবে সবার জন্য প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নের সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। এভাবে সিডিএম প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে, যার অর্থ হচ্ছে "সবার জন্য উন্নয়ন ও নিরাপত্তা"।

গুজরাটের দুইটি কেস স্টাডি:

মেসার্স এমকো লিমিটেড পরিচালিত গ্রিডে সংযুক্ত সৌর ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্রকল্পটি অবস্থিত ফতেপুর, তালুকা ডাসাড়া, সুরেন্দ্রপুর জেলা, গুজরাটে। স্থানীয় একটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন মতে প্রকল্পটির প্রাক জনপরামর্শ সভা বসার কথা ছিল ১৮ই এপ্রিল ২০১১ বিকাল ৪টায় আদরিয়ানা গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। বিজ্ঞাপনটি দেখে গ্রামবাসীদের অনেকেই উৎসাহী হয়ে সেখানে ছাপানো নম্বরে ফোন করেন (একমাত্র ফোন নম্বর, তাও আবার কোনও নাম ঠিকানা দেওয়া নাই) আলোচনায় বসার আগেই প্রকল্পটি বোঝার জন্য প্রকল্প পরিকল্পনার দলিলটি হাতে পাবার আশায়, যদিও পরে সেটা কাউকেই দেয়া হয়নি।

নির্ধারিত দিনে মিটিঙ শুর হয় এক ঘণ্টা দেরিতে এবং গ্রামবাসীদের যারা মিটিঙে যোগ দিতে এসেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন, তাদের বলা হয় এসেছেন যখন চুপচাপ বসে আমরা কী বলি শুনুন অথবা তা পছন্দ না হলে চলে যান। তারপরও যখন গ্রামবাসীরা তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলো উলেখ করে একটা লিখিত ডকুমেন্ট সেখানে পেশ করতে চেষ্টা করেন তখন সেই ডকুমেন্ট গ্রহণ করতেই অস্বীকার করা হয়, সেখানে স্বাক্ষর করা তো দূরের কথা। পরে তাদের শিল্প পক্ষীয় ৫ সমর্থককে সাথে নিয়ে সেই সভা অগ্রসর হয়।

আপনি যদি সেই প্রকল্প পরিকল্পনা দলিলের সেকশন ই পড়েন তাহলে দেখবেন সেই সুলিখিত প্রতিবেদনে এমন অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ই চেপে যাওয়া হয়েছে।

'ইউটিলাইজেশন অব বায়োগ্যাস ফর পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ওয়েইস্ট হিট ফ্রম স্টিম জেনারেশন এট মেইজ প্রোডাকটস, কাঠোয়ারা, আহমেদাবাদ' শীর্ষক প্রকল্পটির স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভার জন্য জনবিজ্ঞপ্তি ছাপা হয় ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ইনডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে। শক্তি উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস ব্যবহার এবং স্টিম উৎপাদনের জন্য বর্জ্য ব্যবহার সংক্রান্ড় এই সিডিএম প্রকল্পটির প্রস্তুতিমূলক জন পরামর্শ সভাটি অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে। উক্ত পত্রিকায় ছাপা জন বিজ্ঞপ্তিতে তারা মিটিঙ কোথায় হবে তা যেমন উলেখ করেনি, কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে তা জানানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি। স্থানীয় সংগঠন পারিয়াভরন মিত্র যখন প্রকল্পের সাথে সংশিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করে আরো বিস্তৃরিত তথ্য দাবি করে তখন সভার স্থান ও অন্যান্য তথ্য উলেখ না করাটা তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল বলে জানানো হয় এবং তারা সংশোধন করে বিজ্ঞপ্তিটি আবার ছাপে। তারপরও নিম্নোক্ত ফাঁকফোকড়গুলো লক্ষণীয়:

- উপদ্রুত এলাকার কোনও স্থানীয় পত্রিকায় কোনও বিজ্ঞপ্তি না ছাপা বা বৃহত্তর এলাকা জুড়ে কোনও ঘোষণা না দেয়া
- কোম্পানির সাথে যুক্ত কর্মীরাই কেবল উপস্থিত ছিলেন
- জন পরামর্শ সভার দৈর্ঘ ছিল মাত্র ৩০ মিনিট যা কোনওভাবেই পর্যাপ্ত সময় নয়
- প্রকল্প পরিকল্পনা বা ধারণাপত্র বলে কোনও দলিল দেয়া হয়নি স্টেকহোল্ডারদের হাতে
- সংশিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না

যথাযথভাবে জন পরামর্শ সভা না হওয়ায় গ্রামবাসী তাদের দুর্দশা তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি, এবং এদের আসন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অনবহিত থেকেছে, যা তাদের জন্য বিপর্যয়কর হয়ে উঠতে পারে, যা এমনকি তাদেরকে নিজের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার মতো ঘটনাও ঘটাতে পারে।

Maize Products Ltd.
P.O. Kathwada, Ahmedabad-382430
Phone : 079-2290 1414

Clean Development Mechanism Project

Maize Products (A Divison of Sayaji Industries Ltd.), a leading starch manufacturing industry in the state of Gujarat is developing a Clean Development Mechanism (CDM) project on "Utilization of Biogas for power generation and waste heat for steam generation at Maize Products, Kathwada, Ahmedabad."

The company has taken initiative towards mitigating the impact of climate change through the development of CDM project with the use of alternative less Green House Gas (GHG) emitting fuel. The project activity results in :

1. Reduction in GHG emissions and abatement of environmental pollution by consumption of Biogas for power generation and waste heat for steam generation at Industrial facility.
2. Lowering of local pollutants like SPM, SOx, NOx and CO.
3. Increasing awareness on use of alternative fuels.
4. Improving work environments & help bring sustainability.

Venue :

Date of meeting : 26-12-2008 Time : 8.30 to 9.00 a.m.

মেক্সিকোতে বাস্তবতা যাচাই: কাদের অংশগ্রহণে সিডিএম?

এডুয়ার্ডো বোহরকুয়েজ এবং ব্রুনো ব্রানদিয়াও, ট্রান্সপারেন্সিয়া মেক্সিকানা (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ন্যাশনাল চ্যাপ্টার)

cc Mike Licht, NotionsCapital.com

মেক্সিকোতে সিডিএম প্রকল্পের জন্য কিভাবে সকল প্রকল্প পরিকল্পনা ডকুমেন্ট তাদের স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভার প্রতিবেদন তৈরি করেছে তা বিশেষণ করেছে ট্রান্সপারেন্সি মেক্সিকানা। এই বিশেষণের ফলে উন্মুক্ত হয়েছে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও গাইডলাইন না থাকাটা কিভাবে পরামর্শ প্রক্রিয়ার মান খর্ব করেছে, ফুটে উঠেছে মেক্সিকোতে সিডিএম প্রকল্পের অনুমোদন ও প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ায় স্টেকহোল্ডারদের সম্ভাব্য নাক গলানোর চিত্র। এই স্টাডি আরো দেখাচ্ছে যে, এইসব পরামর্শ সভায় কারা অংশগ্রহণ করছে সেই প্রশ্ন তোলাটা জরুরি হয়ে উঠেছে– তার মানে কোন ধরনের স্টেকহোল্ডারদের কথা শোনা হচ্ছে।

পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রায়শই সমালোচিত হচ্ছে এর যথাযথ জনপরামর্শ সভার অভাবের কারণে। বলা হচ্ছে, যথাযথ গাইডলাইন ও নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে পরামর্শ সভাগুলো পরিণত হচ্ছে অপর্যাপ্ত, অকেজো এবং এমনকি জালিয়াতিপূর্ণ সভায়। অবশ্য, এই সমালোচনা করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে অনুমান ও সীমিত সংখ্যক পরামর্শ সভার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। ব্যাপক-ভিত্তিক ও সত্যিকার অভিজ্ঞতাজাত তথ্য এসব বিতর্কে অনুপস্থিত রয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি মেক্সিকানা এই ইস্যুটি ঠিকভাবে বিচার করার জন্য একটি গবেষণা কর্ম পরিচালনা ও ব্যাপক সংখ্যক কেস থেকে সত্যিকারের অভিজ্ঞতাজাত তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। এই গবেষণা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ক্লাইমেট গভার্ন্যান্স ইন্টিগ্রিটি প্রোগ্রামের একটি অংশ এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে সিডিএম প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক ও বক্তব্য আদানপ্রদানকে হৃদয়ঙ্গম করা। দুর্নীতির মাঠ পর্যায়ে এক দশকের কাজের পর আমরা বুঝতে পারি যে অখণ্ডতার (integrity) ঝুঁকি সৃষ্টি হয় প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান থেকে এবং পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক ও তার আদান-প্রদানের গুণগত মান থেকে। এই নতুন গবেষণা কর্মসূচির আওতায় **আমরা মেক্সিকোতে এ পর্যন্ত সিডিএম প্রকল্পের জন্য সৃষ্ট প্রকল্প পরিকল্পনা ডকুমেন্টসমূহের সামগ্রিকতা বিশেষণ করি** (গবেষণার সময়, জুন ২০১২, এই পিডিডি'র সংখ্যা ছিল ১৫০টি যার মধ্যে ছিল নিবন্ধিত, প্রত্যাখ্যাত, পর্যবেক্ষণাধীন এবং প্রত্যাহারকৃত প্রকল্প)।

TRANSPARENCIA MEXICANA

ট্রান্সপারেন্সিয়া মেক্সিকানা (TM) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালে দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি জাতীয় চ্যাপ্টার হিসাবে। টিএম দুর্নীতিকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এবং মেক্সিকো রাজ্যে সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন পক্ষকে সম্পৃক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী কাঠামোতে পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য।

এই গবেষণা মেক্সিকোতে সিডিএম প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট জন অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান প্রশ্ন নিয়ে কাজ করেছে:

১) পরামর্শ প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে?
২) সেই পরামর্শ প্রক্রিয়ার ফলাফল পিডিডিতে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে?
৩) সেই পরামর্শ প্রক্রিয়া প্রকল্পের অনুমোদন ও প্রত্যয়নকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

প্রাপ্ত এইসব প্রাথমিক ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই পরামর্শ প্রক্রিয়ার গুণগত মানকে, প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিবেদনকে এবং মেক্সিকোতে সিডিএম প্রকল্পসমূহের অনুমোদন ও প্রত্যয়নকে স্টেকহোল্ডার কর্তৃক বাধা প্রদানের সম্ভাব্যতাকে প্রভাবিত করেছে কেবল একটি যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও গাইডলাইনের অভাব। সত্যিকার অভিজ্ঞতাজাত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের গবেষণা এভাবে সিডিএম পরামর্শ সভা প্রক্রিয়ার ব্যাপারে প্রায়ই উঠে আসা সমালোচনাকে সমর্থন করে। অবশ্য, গবেষণা থেকে সৃষ্ট তথ্য তার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারে। কিভাবে এই পরামর্শ প্রক্রিয়া বাস্ড়বে সম্পন্ন হয়েছে তা প্রকাশ করা ছাড়াও এই গবেষণা একটা দিকনির্দেশনা দিতে পারে যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে কী ধরনের মতবিনিময় এই প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে পারে।

উপরে উলিখিত মতে, ট্রান্সপারেন্সি মেক্সিকানা এই বিশ্বাস থেকে কাজ করে যে অখ"তা বিশেষণের ক্ষেত্রে শুধু প্রতিষ্ঠানের গুণগত মানকেই চিহ্নিত করা উচিত না, বরং এই প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা সৃষ্ট সম্পর্ক ও তা থেকে সৃষ্ট মতবিনিময়ের গুণগত মানকেও গুর"ত্ব দেয়া উচিত। অনুসন্ধানী বিশেষণ সাপেক্ষে দৃঢ়তার সাথে উপসংহারে আসতে না পারলেও এটা উলেখ করা সম্ভব যে, প্রশমনের পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ তখনই উঠে আসতে পারে যখন আসলে বিশেষায়িত কর্তৃপক্ষ এসব পরামর্শ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে তারা মতবিনিময় করেছে। ক্ষতিপূরণের অনুরোধের বিপরীতে প্রশমন বিষয়ক অনুরোধ উঠে আসার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে সিডিএম প্রকল্পের সত্যিকার প্রভাব বিষয়ে জনগণের মধ্যে বৃহত্তর জ্ঞান ও বোঝাপড়া রয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, জনগণের বিশেষায়িত অংশের সাথে মতবিনিময় এই পরামর্শ সভা প্রক্রিয়ার পরিকল্পনার মধ্যে একটি খুবই গুর"ত্বপূর্ণ দিক। পরামর্শ সভাগুলোর উচিত স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ড় জনগোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যম, সরকারী কর্তৃপক্ষ (সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষায়িত এজেন্সিসমূহ), প্রকল্প উন্নয়নকারী এবং কনসালট্যান্টদের মধ্যে মতের আদান-প্রদান চালু করা ও উদ্বুদ্ধ করা। এভাবে এটা নানামুখী তথ্য বিনিময়কে উৎসাহিত করতে পারে, কারণ এর মাধ্যমে এমন নয় যে শুধু স্থানীয় জনগোষ্ঠীই কেবল তথাকথিত এক্সপার্টদের কাছ থেকে শিখবে, বরং উল্টোটাও সম্ভব হতে পারে। এমন ঘটনা বিরল নয় যে বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যম এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তর্ক-বিতর্কের পর তাদের বিশেষণ থেকে সরে এসে আরো পরিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীতে উপনীত হয়েছেন। উপরন্তু, স্টেকহোল্ডারদের মধ্যকার স্বতন্ত্র বিশেষ জনদের সাথে তর্ক-বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রেই নানা স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে সহায়তা করে এবং, এইভাবে, অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের মধ্যেই মাঝে মাঝে শক্তিশালী দেনদরবারের ক্ষমতাসম্পন্ন মৈত্রী গড়ে ওঠে। এই তর্ক-বিতর্ক মানে এই নয় যে পরামর্শ প্রক্রিয়ার উচিত জনগণের স্বতন্ত্র অংশের সুনির্দিষ্ট চাহিদাকে এবং অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণের ফলে সুনির্দিষ্ট অ্যাকটরের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করা। পরামর্শ প্রক্রিয়ার পরিকল্পনায় অ্যাকটরদের অসমান সামর্থ্য এবং এই ভারসাম্যহীনতা প্রশমন করার লক্ষ্য হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত। অনেক সময়ই এই অসাম্যতার ফলে অন্যের স্বার্থসিদ্ধি ও অন্যায় সুযোগ গ্রহণের ঘটনা ঘটে এবং এ ধরনের আচরণকে এড়িয়ে যাওয়া এক অর্থে অসম্ভব।

অবশ্য, যথাযথ পরামর্শ প্রক্রিয়া যা জনগণের স্বতন্ত্র অংশগুলোকে একত্রিত করে, অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিকতার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তা উপরিউক্ত স্বার্থসিদ্ধি বা অন্যায় সুযোগ গ্রহণের অপচেষ্টাকে দিবালোকের মাঝে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে সহায়তা করে থাকে।

গবেষণায় প্রাথমিকভাবে মূল প্রাপ্তি হচ্ছেঃ

স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ সভার নকশা তৈরি ও তা বাস্ড়বায়নের পূর্ণ ও একক ক্ষমতা রয়েছে প্রকল্প উন্নয়নকারী এবং কনসালট্যান্টদের হাতেঃ পরামর্শ সভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরন হচ্ছে জন সমাবেশ (৩১%), কিন্তু প্রকল্পসমূহের মধ্যে এমন কেসও রয়েছে যারা সরাসরি সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছে (৩%), জরিপ করেছে (২%) এবং মন্ড়ব্য আহ্বান করেছে (৩%)। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেছে নেয়া হয়েছে পরামর্শ সভার এই ধরনগুলোর সমন্বিত রূপ (৬১%)।

পরামর্শ সভাসমূহের ফলাফল এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক প্রতিবেদনগুলো সাধারণভাবে খুবই নিম্নমানেরঃ মাত্র ৬৪% প্রকল্প জানাচ্ছে যে একটি উপস্থিতির তালিকা (অথবা মন্ড়ব্য আহ্বানের কেসগুলোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা) তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে মাত্র ৪৫% তাদের পিডিডিতে সে তালিকাটি সংযুক্ত করেছে বা ছেপে দিয়েছে। এর পাশাপাশি, মাত্র ২৭% সভার বিস্ড়রিত বিবরণের (meeting minutes) অস্ড়িত্বের কথা প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করেছে, মাত্র একটি কেস নিশ্চিত করেছে যে তাদের স্বাক্ষরকৃত সভার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে এবং বাস্ড়বত কেউই তা প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করেনি বা ছেপে দেয়নি। পরিশেষে, মাত্র ৫০% ডকুমেন্টের শুনানি চলাকালীন প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর প্রদানের রেকর্ড রয়েছে।

মূলত খুবই অল্প কয়েকটা ডকুমেন্টে জনগণের পক্ষ থেকে আসা অনুরোধ রেকর্ড করা হয়েছেঃ মাত্র ১০% অনুরোধ এসেছে ক্ষতিপূরণ নিয়ে এবং ৭.৩% প্রশমন বিষয়ে। বিভিন্ন কারণে এটা হতে পারেঃ মন্ড়ব্য প্রদানের জন্য অপর্যাপ্ত এবং/অথবা অসম্পূর্ণ পথ; জনমানুষের কাছে বিষয়টা যথেষ্ট পরিষ্কার না হওয়া যে তাদের অংশগ্রহণ কেবল প্রশ্ন বা মন্ড়ব্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং তারা বিভিন্ন দাবিও উপস্থাপন করতে পারে; অথবা সেই সময় স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকল্পটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ছিল না যার মাধ্যমে তারা এর ক্ষতিকর ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হতে পারত।

cc:thefamousfrugalista

সুপারিশমালা

সিডিএম পরামর্শ সভার প্রক্রিয়া একটি বৈধ কর্মকাঠামোর জন্য অপরিহার্য এবং গবেষণার প্রাপ্ত ফল থেকে দেখা যায় যে এর বিধি-বিধানসমূঞ অপর্যাপ্ত এবং এসবের জর"রি সংস্কার প্রয়োজন। সিডিএমের পরামর্শ প্রক্রিয়ার জন্য নতুন গাইডলাইন ও নিয়ন্ত্রণ তৈরি করার সময় অতি অবশ্যই লেনদেনের খরচ এবং প্রকল্পের ধরন ইত্যাদিকে বিবেচনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তথাপি, এটা আমাদের অনুধাবন যে, সত্যিকারভাবে এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে সিডিএম পরামর্শ সভার প্রক্রিয়াকে স্বতন্ত্র ধরনের জ্ঞান ও স্বার্থের নিষ্পত্তি করার একটি কার্যকর মঞ্চ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

ট্রান্সপারেন্সি মেক্সিকানা অনুধাবন করে যে, অখ"তার জন্য ঝুঁকি (risks for integrity) যেমন সৃষ্টি হয় প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান থেকে তেমনি তা সৃষ্টি হয় এইসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট সম্পর্ক ও তার মধ্যকার মত আদান-প্রদানের গুণগত মান থেকে।

মেক্সিকোতে সিডিএম বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: ব্যবসায়ীরা করছে প্রথাগত মেকি সবুজলেপন, আর জনগোষ্ঠীকে দিতে হচ্ছে সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্য

জর্জ তাদেও ভারগাস, রাইজিং টাইড মেক্সিকো, গোবাল এলায়েন্স ফর ইনসিনেরেটর অলটারনেটিভস (জিএআইএ)

বিগত দুই বছরে ধরে মেক্সিকোতে সিডিএমের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্য কোনও ধরনের কার্বন বাজার প্রকল্পের চেয়ে বৃহত্তর গুরুত্ব লাভ করে আসছে। তবে, এটা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ড়জনগোষ্ঠীর কোনও কাজে আসছে না। পক্ষান্ড়রে, এসব প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং একজন বর্জ্যোপজীবীর জীবনযাত্রাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। বর্জ্য নিষ্কাশন হিসেবে জমি ভরাট প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে, সিমেন্ট কারখানায় বর্জ্য বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কার্বন মার্কেটে প্রবেশাধিকার পাবার জন্য এই বর্জ্য নানা শক্তি প্রকল্পেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আর্টিকেলে এইসব প্রবণতার প্রভাবকে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

মেক্সিকান পৌরব্যবস্থাগুলোতে প্রায়ই পর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ক্রিয়াশীল থাকে না, যেমন এগুলো হতে পারত, পুনর্ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়া কেন্দ্র এবং স্বতন্ত্র উপাদান সংগ্রহ। এর মানে হচ্ছে, বর্জ্য ব্যবস্থা হিসেবে ভূমি ভরাটের স্থায়িত্বকাল সীমিত এবং শেষ পর্যন্ড়এগুলো আহরণযোগ্য ল্যান্ডফিল গ্যাসের আধারে পরিণত হয়। ঠিক এই জায়গাটাতেই রয়েছে সিডিএম'র ভূমিকা। এসময় ভূমি ভরাট ক্ষেত্রগুলো সিল করে দেয়া হয় বায়োগ্যাস শোষণ এবং অবশিষ্ট বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার জন্য, ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যারা এখান থেকে বিভিন্ন পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ এসব ক্ষেত্রে পুনর্সমন্বয়ের জন্য খুব কমই সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও বায়োগ্যাস আহরণের জন্য বা বর্জ্যজাত তেল উৎপাদনের জন্য ভূমি ভরাট কেন্দ্র সিল করে দেয়াটাও জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর তাৎপর্যপূর্ণ বিরূপ প্রভাব ফেলে। স্বীকৃত বা অস্বীকৃত ময়লাজীবীদের জীবন শুধু বেকারত্বের মধ্যেই নিপতিত হয় না, বর্জ্য দহনের পাশাপাশি এতে শিল্পবর্জ্য মিশ্রিত হবার ফলে তাদের জীবনযাত্রা পর্যবসিত হয় দূষিত মাটি, জলাধার এবং দূষিত বাতাসের মধ্যে। মেক্সিকোতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীও ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে সিমেন্ট কারখানায় জ্বালানি হিসেবে বর্জ্য পুনর্ববহারের চর্চার কারণে, দেখা গেছে সিমেন্ট কারখানার কাছাকাছি বাস করে এমন লোকেদের স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। একাজে নিয়োজিত কোম্পানিগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে বর্জ্য ব্যবহারের চর্চা প্রবর্তন করে আসছে এবং এভাবে তারা সিডিএম'র সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে আয় বৃদ্ধি করে লাভবান হচ্ছে।

এই দেশে নিরেট বর্জ্যের বেশ কয়েকটি সিডিএম প্রকল্প রয়েছে, ১৪টি ভূমি ভরাট প্রকল্প এবং ১০টি সিমেন্ট কারখানায় বর্জ্য জ্বালানি প্রক্রিয়ার প্রকল্প। কিছু প্রকল্প এখনও ধারণার পর্যায়েই রয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেগুলো মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে ফেলেছে, যেমন 'বরদো পোনিয়েন্ড়ে' নামের সাবেক ভূমি ভরাট প্রকল্পটি।

বরদো পোনিয়েন্ড়ে ভূমি ভরাট প্রকল্প, মেক্সিকো সিটি

২০১১ সাল পর্যন্ড়বরদো পোনিয়েন্ড়েছিল ল্যাটিন আমেরিকার বৃহত্তম ভূমি ভরাট প্রকল্প। বন্ধ হয়ে যাবার আগ পর্যন্ড়এটি দৈনিক ১২ হাজার টন নিরেট পৌর বর্জ্য গিলতে পারত। চার হাজার টন ছিল জৈব বর্জ্য যা প্রক্রিয়াকৃত হতো জৈবসার প্যান্টে, যেখানে সিটি পার্কে ব্যবহার করার জন্য সার উৎপাদন করা হতো। বাকী ৮ হাজার টন চলে যেত ভূমি ভরাট কেন্দ্রে যেখানে অস্বীকৃত ময়লাজীবীরা আবার ব্যবহারযোগ্য জিনিস সংগ্রহ করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। এই চর্চার ফলে ভূমি ভরাট প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে ১৫০০ এরও বেশি পরিবার জীবিকার উৎস হারিয়ে ফেলে।
মেক্সিকো সিটির প্রশাসকেরা সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে আরো ভালো কোনও সমাধান না খুঁজে বরদো পোনিয়েন্ড়ে বন্ধ করে দিয়ে এখন তারা বর্জ্য গ্যাস পুনরুদ্ধার প্রকল্প করে সিডিএম সহায়তার জন্য আবেদন করার কথা বিবেচনা

জিএআইএ হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী ৯৩টিরও বেশি দেশের ৬০০-এরও বেশি তৃণমূল গ্রুপ, এনজিও এবং ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত জোট, যার চূড়ান্ড়লক্ষ্য হচ্ছে একটি ন্যায্যতাপূর্ণ এবং বিষাক্ততা ও দহনমুক্ত পৃথিবী
www.no-burn.org

করছে। এটি দ্বারা সরাসরি উপকৃত হবে একটি কোম্পানি যেটি সরকারী ভর্তুকিপ্রাপ্ত হয়ে এই ভূমি ভরাট প্রকল্প থেকে গ্যাস পুনরুদ্ধার পরিচালনা করার চুক্তিটি জিতে নিবে। সাবেক বরদো পোনিয়েন্ডের এই ভূমি ভরাট প্রকল্পটি এখনও প্রক্রিয়াধীন এবং প্রত্যাশা করা হচ্ছে কোনও কোম্পানির সাথে এ ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন হয়ে গেলেই এটি পরবর্তী সময়ে সিডিএম প্রকল্পের আওতায় প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে দৈনিক ৮ হাজার টন বর্জ্য নিষ্কাশনের স্থান হিসেবে বহুজাতিক সিমেন্ট কোম্পানি সেমেক্সের চুলী ব্যবহার করা। আর এতে উৎপাদিত শক্তি বরাদ্দ করা হবে শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য। প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া এখনও সিডিএম'র বিবেচনাধীন থাকলেও ইতিমধ্যেই এ প্রকল্প মারাত্মক প্রভাব বিস্তার শুরু করেছে। বিকল্প কোনও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা হাতে না নিয়েই ভূমি ভরাট প্রকল্পটি বন্ধ করে দেবার ফলে শহরের রাস্তাগুলোতে একদিকে যেমন গারবেজ সংকট তৈরি করেছে তেমনি বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য সিমেন্ট ফ্যাক্টরিগুলোর চুলি ব্যবহারের ফলে সরকার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, কারণ এ কাজে প্রতিটন বর্জ্য পোড়ানোর জন্য সিমেন্ট কারখানাগুলোকে পরিশোধ করতে হচ্ছে ৩০০ মেক্সিকান পেসো (প্রায় ২০ ইউরো)।

যেসব ময়লা সেমেক্সের চুলিতে পোড়ানো যাচ্ছে না তা চূড়ান্তভাবে নিষ্কাশনের জায়গা খুঁজতে গিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এক ধরনের লুকোচুরি খেলায় পরিণত হয়েছে। আর এটা মেক্সিকো সিটি অথবা কাছের শহরগুলোর অন্যান্য ভূমি ভরাট প্রকল্পগুলোতে মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করছে। বর্তমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চর্চা ময়লাজীবীদের ভূমিকা হিসাবে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। তার বদলে কর্তৃপক্ষ বায়োগ্যাস আহরণ এবং বর্জ্য দহনের মতো প্রকল্পগুলোর উপর আস্থা রাখছে যেগুলো আসলে লাভের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাবই ফেলছে বেশি।

Photos cc Mike Licht, NotionsCapital.com

সেমেক্স এবং সিডিএম

কেবল মেক্সিকোতেই সেমেক্সের তিনটি নিবন্ধিত প্যান্ট রয়েছে এবং আরো সাতটি রয়েছে অনুমোদনের অপেক্ষায়, যেহেতু সিডিএম জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে বর্জ্যজাত জ্বালানি প্রকল্প পরিচালনা করার পরিকল্পনা করছে। এই চর্চার ফলে নিকটস্থ লোকারয়ে বেশ কিছু সংখ্যক নেতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য সমস্যা এবং বাস্তুসংস্থান ধ্বংস। সিমেন্ট কারখানার চুলিতে যেসব রাসায়নিক মিশ্রণ উৎপন্ন হচ্ছে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক তরলে পরিণত হচ্ছে, যার উপাদান হচ্ছে ডাইঅক্সিন, ফিউরান ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ যা অত্যন্ত বিষাক্ত ও দাহ্য। যতক্ষণ এই প্রকল্পগুলো অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ এই বর্জ্য নিষ্কাশন কিছু কোম্পানির জন্য মুনাফা বয়ে আনবে। যেহেতু ব্যবসায়ী এবং মিউনিসিপ্যালিটি উভয়ই এসব বর্জ্যের একটা গতি করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি সিডিএম হচ্ছে তাদের কাছে একটি লোভনীয় লক্ষ্য, যেটাকে তারা তাদের ইতিমধ্যে সৃষ্ট প্রভাবসমূহ আড়াল করার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। বর্জ্যের দহন প্রক্রিয়া ও সিমেন্ট কারখানার চুলিতে জ্বালানি হিসেবে বর্জ্য ব্যবহার বিষয়ে স্থানীয়ভাবে বসবাসরত জনগোষ্ঠী নিজেদের সচেতন করার কাজে সংগঠিত হচ্ছে, ফলে এসব প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠছে।

লাভ নয় বরং উচ্চমাত্রার সামাজিক-পরিবেশিক মূল্য দিতে হচ্ছে

মেক্সিকোতে সিডিএম'র সাথে জড়িত সকল সেক্টরকে বিশেষণের সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো বিপুল অধিকাংশই হচ্ছে শিল্পকারখানা কেন্দ্রিক প্রকল্প যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কোনভাবেই লাভবান হচ্ছে না। বরঞ্চ আরো খারাপ বিষয় হচ্ছে এগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প দৃষ্টান্তমূলক কারণ, এখানে দুটি দিক একই সাথে ক্রিয়াশীল রয়েছে, বায়োগ্যাস আহরণের জন্য ভূমি ভরাট প্রকল্প বন্ধ এবং সিমেন্ট কারখানার চুলিতে বর্জ্য দহন। আর এখানেই সিডিএম মেকি সবুজলেপন চর্চায় সহায়তা প্রদান করছে যা আদতে উচ্চমাত্রার দূষণ সৃষ্টিকারী। এখানে জনগোষ্ঠীর জন্য কোনও লাভ নাই, বরং তারা উপনীত হচ্ছে উচ্চমাত্রার সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্য পরিশোধে ফেরে। তদুপরি, এর ফলে যে পরিমাণ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস হয়েছে তা অতি ক্ষুদ্র, ব্যাপক মাত্রায় গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের দাবির কাছে এটা কিছুই না।

'শূন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, দহন এবং জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে শক্তিশালী জন নীতিই হচ্ছে প্রকৃত বিকল্প যা কেবল গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণই হ্রাস করে না, জনগোষ্ঠীকে একটি সুন্দর জীবনও উপহার দেয়।'

বর্জ্য সৃষ্ট কার্বন ঋণের বাস্ড়বতা নিয়ে সচেতন হচ্ছে ইউরোপ

মারিয়েল ভিলেইয়া, ক্লাইমেট পলিসি ক্যাম্পেইনার, গোবাল এলায়েন্স ফর ইনসেনেরেটর অরটারনেটিভস (জিএআইএ)

Courtesy: Gaia

ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদী ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য, ২৩টি দেশের সুশীল সমাজ সংগঠন এবং আন্ড়র্জাতিক নেটওয়ার্ক সদস্যরা ইউরোপীয় কমিশন ও সিডিএম নির্বাহী পরিষদ বরাবর লেখা একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সকল সিডিএম সমর্থিত বর্জ্যজাত ভূমি ভরাট গ্যাস উৎপাদন এবং বর্জ্য দহন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগসমূহ অবিলম্বে স্থগিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

এইসব বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্পগুলো ইউরোপের দাপ্তরিক অগ্রাধিকারগুলোকে খর্ব করে এবং দ্বান্দ্বিক অবস্থানে যায়: যেগুলো হচ্ছে বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার, রিসাইকেল করা, দহনের ক্ষেত্রে বিষাক্ততা নিঃসরণ সীমিত করা, ভূমি ভরাট থেকে জৈব বর্জ্যকে সরিয়ে আনা এবং গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনা। যদি এসব প্রকল্প ইউরোপে প্রস্ড়াবিত হতো তাহলে দেখা যেত এগুলো এখানকার বর্জ্য কর্মকাঠামো নির্দেশনা, ল্যান্ডফিল নির্দেশনা এবং দহন নির্দেশনা সবকিছুকেই লঙ্ঘন করত।

২৪ মে তারিখে অনুষ্ঠিত ভোটের পর, উইরোপীয় পার্লামেন্ট এখন সম্পদের যথার্থতার পরিকল্পনা (Resource Efficiency Roadmap) এর সাথে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্র"তিবদ্ধ, যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি উপাদানের যথাযথতম ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার অথ বা জৈব সারে পরিণতকরণ, এবং তারপরও অবশিষ্ট থাকা বর্জ্যকে যতটা সম্ভব শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা নিশ্চিত করা। এই রোডম্যাপের প্রস্ড়াব হচ্ছে ভূমি ভরাট এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও জৈব সারে পরিবর্তনযোগ্য বর্জ্যের দহন প্রকল্পগুলোকে এই দশকের শেষ দিকে ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ করে দেয়া এবং ফেজ আউট করে দেয়া। রোডম্যাপ আরো পরামর্শ দিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়ন কার্যক্রমগুলোরও উচিত এই বর্জ্য শৃঙ্খলা অনুসরণ করা এবং নিষ্কাশনের বদলে পুনর্ব্যবহার প্রকল্পে বিনিয়োগ করা উচিত।

এই সমস্ড়কারণ বিবেচনা করে, এমইপি এবং সুশীল সমাজ বলছেন, উইরোপীয় কমিশন এবং ইইউ'র সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উচিত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার সাথে কাজের মিল বজায় রাখার লক্ষ্যে, উপাদানের যথার্থতম ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এবং ইইউ'র আইনকে সম্মান করার জন্য হলেও অবিলম্বে সিডিএম সমর্থিত দহন ও ভূমি ভরাট সংক্রান্ড় গ্যাস উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে সকল বিনিয়োগ বাতিল করা। পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা সিডিএম'র নির্বাহী পরিষদের উচিত অবিলম্বে ভূমি ভরাট ও দহন প্রক্রিয়ার জন্য কার্বন ঋণ বরাদ্দ বাতিল করা।

সিডিএম-সমর্থিত ভূমি ভরাট ও দহন প্রক্রিয়া সংক্রান্ড় আরো তথ্যের জন্য দেখুন:

EU Double Standards on Waste Management & Climate Policy
Discredited: Carbon credits from waste undermine EU waste policy and efforts to reduce climate change
Letter from Members of the European Parliament and civil society organizations to the European Commission and the EU Member States

জিএআইএ হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী ৯৩টিরও বেশি দেশের ৬০০-এরও বেশি তৃণমূল গ্র"প, এনজিও এবং ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত জোট, যার চূড়ান্ড় লক্ষ্য হচ্ছে একটি ন্যায্যতাপূর্ণ এবং বিষাক্ততা ও দহনমুক্ত পৃথিবী
www.no-burn.org

Courtesy: Gaia

চোখ রাখুন!

CDM-এ এনজিও কণ্ঠস্বর

নোটিশ বোর্ড:

সিডিএম ওয়াচ আলোচনা ফোরাম

হচ্ছে একটি জায়গা যেখানে আপনি সিডিএম সম্পর্কিত আপনার ভাবনা পৃথিবীর সাথে ভাগাভাগি করতে পারেন। সিডিএম কি তার লক্ষ্য অর্জন করেছে? সিডিএম সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কী? আপনি কি কিছু প্রকাশ্যে আনতে চান? আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যতটা সম্ভব তৎপরতাকে জায়গা দেয়া, ত্রুটিগুলোকে তুলে ধরা এবং আমাদের শেখা পাঠগুলোকে বিবৃত করা। সকল মতামতকে স্বাগত জানাই।

http://forum.cdm-watch.org/ এ লগ ইন করুন এবং এখনি একটা পোস্ট ছেড়ে দিন।

CDM Watch Discussion Forum

সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্কে যোগ দিন!

আমরা সবাই মিলে দুর্বল শাসন ও চর্চাকে উন্মুক্ত করব এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ত্রুটিপূর্ণ সিডিএম প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ ও ক্যাম্পেইনে সহায়তা করব। আমাদের নতুন নিবন্ধন ফরম ব্যবহার করে আজই

অনলাইনে নিবন্ধন করুন এবং তিনটি মেইলিং লিস্ট থেকে একটা বেছে নিন যাতে সিডিএম এবং কার্বন মার্কেটের সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে হালনাগাদ হতে পারেন। আমাদের নেটওয়ার্ক পাতা এখন দেখা যাবে ইংরেজি, স্প্যানিশ, এবং ফরাসি ভাষায়।

ফুটিয়ে দিন কিয়োটো'র উত্তপ্ত বায়ু বুদবুদ!

নতুন জলবায়ু ভাবনার বিকাশ লাভের জন্য হুমকিস্বরূপ বিভিন্ন দেশের আইনের বড় বড় ফাঁক ফোকড় সেরে নেবার জন্য সময় আছে আর মাত্র ছয় মাসেরও কম। কিয়োটো প্রোটোকলের অতিরিক্ত বরাদ্দ ইস্যু সমাধান করতে হবে, অন্যথায় ২০২০ সালের মধ্যে কর্তব্য জলবায়ু প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়ে যাবে। **লাইক! তাহলে ফেসবুকে কিয়োটো প্রোটোকলের উত্তপ্ত বায়ু বুদবুদ ফাটিয়ে দিন এবং ক্যাম্পেইনের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত থাকুন।**

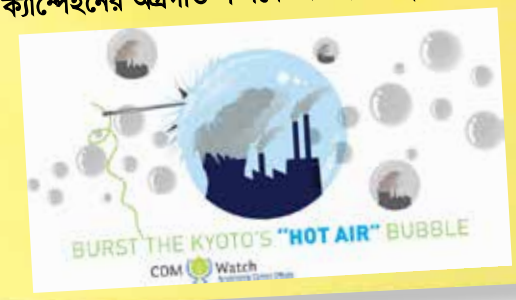

সিডিএম ওয়াচ প্রসঙ্গে

CDM Watch
Scrutinizing Carbon Offsets

সিডিএম ওয়াচ কার্বন মার্কেট নিয়ে বিশেষণ করে থাকে এবং নিরপেক্ষ ও কার্যকর জলবায়ু সুরক্ষার জন্য এডভোকেসি করে থাকে। আন্তর্জাতিক এনজিওদের একটি উদ্যোগে সিডিএম ওয়াচ গঠিত হয়েছিল ২০০৯ সালে, প্রতিটি সিডিএম প্রকল্প সম্পর্কে এবং বৃহত্তর কার্বন বাজার উন্নয়নকে কার্যকর করে এমন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মুক্ত ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার লক্ষ্যে।

সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্ক পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের এনজিও ও বুদ্ধিজীবীদের যুক্ত করে থাকে সিডিএম প্রকল্প ও নীতিসমূহ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করার জন্য। এর লক্ষ্য হচ্ছে সিডিএমে এবং কার্বন বাজার উন্নয়ন ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী করা।

Join the network

এই ঠিকানায় একটি ইমেইল পাঠিয়ে চোখ রাখুন! এর গ্রাহক হোন।
antonia@cdm-watch.org

টুইটারে **@CDMWatch** এবং ফেসবুকে আমাদের অনুসরণ করুন

CDM Watch
Rue d'Albanie 117
1060 Brussels, Belgium

info@cdm-watch.org
www.cdm-watch.org

দায় স্বীকার: এই নিউজলেটারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা। এগুলো বাধ্যতামূলকভাবে সিডিএম ওয়াচ নেটওয়ার্কের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতকে প্রতিফলিত করে না।